তারিখ 21 DEC 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সংবাদ

মাদ্রাসাগুলোতে বিদেশী ছাত্র কত কেউ জানে না

দীপু সারোয়ার

দেশের মাদ্রাসাগুলোতে কতজন বিদেশী ছাত্র পড়ছে তার কোন হিসাব কোথাও নেই। সরকার, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বা কওমি মাদ্রাসা বোর্ড কেউ জানাতে পারছে না কতজন বিদেশী ছাত্র মাদ্রাসাগুলোতে পড়ছে। এরা কবে এসেছে, কবে যাবে অথবা এদের জন্য টাকা-পয়সা কীভাবে আসছে তারও কোন পরিষ্কার চিত্র নেই কোথাও। সর্বশেষ খবর : দেশের নানা ধরনের মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্রদের ওপরও নজরদারি শুরু হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এসব ছাত্র সুদান, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, প্যালেস্টাইন, লেবানন, নাইজার, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, কাজাখস্তানের নাগরিক। এসব ছাত্রের অনেকের পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিভিন্ন এনজিওতে কর্মরত। তবে বেশিরভাগই একবার দেশে এসে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি দেশে জঙ্গি তৎপরতা উস্কে দেয়ার জন্য অভিযুক্ত কুয়েতি এনজিও রিভাইভাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ পরিচালিত মাদ্রাসা ও এতিমখানার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেছে, সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই নানা ধরনের মাদ্রাসায় বহু বিদেশী শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এরা কীভাবে ভর্তি হয়েছে, এদের জন্য বিদেশ থেকে কীভাবে টাকা আসে তার কোন পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। হেরিটেজের বন্ধ ঘোষণা করা উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনস্টিটিউটের ইয়েমেনি ছাত্র আবদুল্লাহ জানান, তার প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হতো।

গোয়েন্দা সূত্র অবশ্য বলছে, শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয় প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপের অনেক ছাত্রও বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে পড়াশোনা করছে। তবে এদের সঠিক সংখ্যা গোয়েন্দাদের জানা নেই। এসব ছাত্র প্রথমবার ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আসার পর আর ভিসার মেয়াদ না মাদ্রাসাগুলোতে : (পৃ: ১১ ক: ৬)

মাদ্রাসাগুলোতে : ছাত্র কত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাড়িয়েই বাংলাদেশে অবস্থান করছে। তাদের জন্য কীভাবে অর্থ আসছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এরই মধ্যে ২৩৩টি মাদ্রাসা চিহ্নিতও করেছে। এসব মাদ্রাসার পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে, তাদের ব্যাংক একাউন্ট খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দারা। এসব মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্রদের বিরুদ্ধে রয়েছে রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ। ঊর্ধ্বতন গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, সম্প্রতি পাকিস্তানের কওমি মাদ্রাসাগুলোতে বিদেশী ছাত্রদের পড়াশোনা নিষিদ্ধ করার পর বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোয় পাঠরত বিদেশী ছাত্রদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া শুরু হয়েছে।

পুলিশের আইজি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, সরকার ৪টি ইসলামী জঙ্গি সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এসব সংগঠন মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ছাত্রদের দিয়ে পরিচালিত হতো। এসব সংগঠনের নেতারা মূলত 'মোটিভেশন ওয়ার্ক'-এর সঙ্গে জড়িত।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন, লেবানন, লিবিয়া ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়ার কথা স্বীকার করেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেছে, বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতন বন্ধের তাগিদেই এদেশের কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা ওইসব দেশেই জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়ে মুজাহিদদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, ৮০-এর দশক থেকে এ পর্যন্ত আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন, লেবানন, লিবিয়া ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা প্রায় ৩ হাজার মাদ্রাসার ছাত্র বাংলাদেশে জঙ্গি প্রশিক্ষক এবং তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে কাজ করছেন।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ৭টি ইসলামী এনজিও'র বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগে বাংলাদেশের মাদ্রাসা, মসজিদ, এতিমখানা, চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৬৬ সাল থেকেই একটি সংস্থা এদেশে সক্রিয় রয়েছে, এখন তাদের অবস্থান বেশ পোক্ত।

এক জরিপ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দেশে ফোরকানিয়া মক্তবের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ, প্রাইমারি মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় ৩ হাজার, নিম্নমাধ্যমিক মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় ২ হাজার, দশম শ্রেণী মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় ১ হাজার, দ্বাদশ শ্রেণী মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে ২ শতাধিক, স্নাতক শ্রেণী মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে শতাধিক, স্নাতকোত্তর মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে ২০০টি, হাফেজিয়া মাদ্রাসা রয়েছে ২ সহস্রাধিক, ইলমুল কিরাতের মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় ৩০টি। ফোরকানিয়াসহ এসব কওমি মাদ্রাসায় মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা প্রায় পৌনে ৪ লাখ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখ। প্রাথমিক জরিপ থেকে আরও জানা যায়, সিলেট, চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর ময়মনসিংহে সবচেয়ে বেশি কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। বোর্ড সূত্র জানায়, বোর্ড অনুমোদিত কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১ হাজার ৭৩টি। এর মধ্যে ১৩৩টিতে তাকমিল, ১২০টিতে ফজিলত, ২২২টিতে সানাবিয়্যাহ উলইয়া ও ৫৯৮টিতে মুতাওয়াসসিতাহ পড়ানো হয়। বোর্ড সূত্র জানায়, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, ভোলা, বরগুনা, রাজবাড়ী, মেহেরপুর, নবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট ও পঞ্চগড়ে বোর্ড অনুমোদিত কোন কওমি মাদ্রাসা নেই।